যায়যায়দিন

তারিখ ... 02 APR 2008
পৃঃ ১৬ কলাম ৪

কাঠামোবদ্ধ প্রশ্ন পদ্ধতি চালু রাখার দাবিতে জেলায় জেলায় কর্মসূচি

যায়যায়দি রিপোর্ট

কাঠামোবদ্ধ প্রশ্নপত্রের আলোকে ২০১০ সালে এসএসসি পরীক্ষা অনুষ্ঠানের সরকারি সিদ্ধান্ত বহাল রাখার দাবিতে প্রগতিশীল শিক্ষক-ছাত্র-অভিভাবক ফোরাম ৬৪ জেলায় জেলা প্রশাসক বরাবর স্মারকলিপি পেশ ও ১২ এপ্রিল পর্যন্ত অব্যাহত কর্মসূচি ঘোষণা করেছেন। গতকাল ফোরামের আহ্বায়ক ড. সদরুল আমিন স্বাক্ষরিত এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এসব তথ্য জানানো হয়েছে।

ফোরামের পক্ষ থেকে পাঠানো বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, যৌক্তিক দাবি বাস্তবায়ন না হওয়া পর্যন্ত সারা দেশে অব্যাহতভাবে কর্মসূচি দেয়া হবে। শিক্ষার সার্বিক মান উন্নয়ন, শিক্ষার্থী-অভিভাবকদের আর্থিক ক্ষতির হাত থেকে বাচানো ও সরকারি সিদ্ধান্ত বহাল রাখার লক্ষ্যেই এ কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়েছে।

২০১০ সাল থেকে কাঠামোবদ্ধ প্রশ্নে এসএসসি পরীক্ষা অনুষ্ঠানের জন্য সরকার ইতিমধ্যে সব ধরনের প্রস্তুতি সম্পন্ন করেছে। এখন এ অবস্থান থেকে পিছিয়ে এলে শিক্ষা ক্ষেত্রে বিশৃঙ্খল পরিস্থিতির সৃষ্টি হতে পারে। প্রচলিত পরীক্ষা মূল্যায়ন পদ্ধতি যুগ উপযোগী ও আধুনিকায়ন করা, প্রশ্নপত্র প্রণয়ন পদ্ধতি উন্নত করা এবং শিক্ষার্থীদের মুখস্থ করার প্রবণতা রোধ করার লক্ষ্যে কাঠামোবদ্ধ প্রশ্ন পদ্ধতি চালু করা হয়েছে। এ লক্ষ্যে ৮৮ হাজার শিক্ষককে ট্রেইনিংয়ের পাশাপাশি চলতি বছর নবম শ্রেণী থেকে এ পদ্ধতি ইতিমধ্যে চালু করা হয়েছে। জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি) কোটি কোটি টাকার বই ছেপেছে। কিন্তু কোনো স্বার্থান্বেষী মহলের আন্দোলনের মুখে এ পদ্ধতি বাতিল করা হলে সরকার বড় অঙ্কের আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হবে।

উল্লেখ্য, প্রগতিশীল অভিভাবক ফোরাম পৃ১৫>>ক৩

কাঠামোবদ্ধ প্রশ্ন পদ্ধতি

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

ঘোষিত এ কর্মসূচির মধ্যে রয়েছে ৬৪ জেলায় ডিসি বরাবর স্মারকলিপি পেশ ছাড়াও ৪-১০ এপ্রিল পর্যন্ত সারা দেশে ছাত্র-শিক্ষক-অভিভাবকদের স্বাক্ষর সংগ্রহ অভিযান ও জেলায় জেলায় মতবিনিময় সভা। এছাড়া ১২ এপ্রিল স্বাক্ষর অভিযানের কপি চিফ অ্যাডভাইজর, শিক্ষা উপদেষ্টা, শিক্ষা সচিব ও এনসিটিবির চেয়ারম্যানের কাছে পাঠানো হবে।